গঠনতন্ত্র-২০২১

হিল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হেয়াব)

HILL ENGINEERS ASSOCIATION OF BANGLADESH (HEAB)

Established in 2020

Temporary Central office: Tarum Community Center, Narankhaya, khagrachari Sadar-4400.

হিল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হেয়াব)

HILL ENGINEERS ASSOCIATION OF BANGLADESH (HEAB)

Established in 2020

Temporary Central office: Tarum Community Center, Narankhaya, khagrachari Sadar-4400.

গঠনতন্ত্র-২০২১

ভূমিকা ঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত (বিভাগ, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান) দপ্তরে কর্মরত ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত প্রকৌশলীগণ যারা প্রত্যেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা তারা একটি বিশেষ সভার মাধ্যমে সম্মিলিত হয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সৌভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ়করণের মাধ্যমে পার্বত্য এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা আদর্শ সমাজ গঠনে সহায়ক ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার দৃপ্ত প্রত্যয়ে এই প্রকৌশলী পেশাজীবী সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘোষণা করেন।

ধারা-০১
সংগঠনের নামকরণ

সংগঠনের নামকরণ ঃ বাংলায় এই সংগঠনের নাম হবে "হিল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ"।
ইংরেজীতে এর নাম হবে Hill Engineers Association of Bangladesh এবং সংক্ষেপে HEAB নামে পরিচিত হবে। এটি সম্পূর্ণ একটি রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ মুক্ত প্রকৌশলীদের পেশাজীবী সংগঠন।

ধারা-০২
মনোগ্রাম

মনোগ্রাম ঃ সভার মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত মনোগ্রামটি প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে।

ধারা-০৩
দাপ্তরিক ঠিকানা

দাপ্তরিক ঠিকানা ঃ এই সংগঠনের নিজস্ব কার্যালয় না হওয়া পর্যন্ত তারুম কমিউনিটি সেন্টার, নারাণখাইয়া, খাগড়াছড়ি সদরে অস্থায়ী প্রধান কার্যালয় হবে।

ধারা-০৪
কর্ম এলাকা

কর্ম এলাকা ঃ তিন পার্বত্য জেলাসহ বাংলাদেশের যে যে প্রান্তে সংগঠনের সদস্যগণ অবস্থান করবেন সে সব এলাকায় সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

ধারা-০৫
অনুচ্ছেদ ও সংজ্ঞা

সংগঠনের গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ও সংজ্ঞা সমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। সংগঠন : হিল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ।
২। HEAB : Hill Engineers Association of Bangladesh.
৩। প্রকৌশলী : যিনি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং সনদ অর্জন করেছেন।
৪। কমিটি : সাধারণ সদস্য দ্বারা নির্বাচিত পরিষদ।
৫। সদস্য : পরিষদ/কমিটি সমূহের সদস্য।
৬। সাধারণ সদস্য : পার্বত্য এলাকার ডিপ্লোমা ও বিএসসি প্রকৌশলীগণ।
৭। গঠনতন্ত্র : সংগঠনের গঠনতন্ত্র-২০২১ নামে পরিচালিত হবে (মূল অথবা পরবর্তী পর্যায়ে সংশোধিত)।
৮। বিধি সমূহ : গঠনতন্ত্রের আওতায় সমিতির কার্যক্রমের জন্য প্রযোজ্য নিয়মাবলী।
৯। নিয়ন্ত্রণ : গঠনতন্ত্র মোতাবেক বিধিসমূহ প্রয়োগ।
১০। কর্মকর্তা : সংগঠনের সাধারণ সদস্য দ্বারা নির্বাচিত কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি/জেলা কমিটির সদস্য।
১১। সাধারণ সভা : সংগঠনের সাধারণ সদস্যদের সভা।
১২। বর্ধিত সভা : কেনিক/জেনিক ও কমিটির বাইরের প্রয়োজনীয় সদস্যদের নিয়ে সম্প্রসারিত সভা।
১৩। মূলতবী সভা : পরবর্তীতে অনুষ্ঠিতব্য স্থগিত সভা।
১৪। নোটিশ : সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক এর স্বাক্ষরযুক্ত সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি।
১৫। কার্যকাল : ৩(তিন) খ্রিষ্টীয় বছর।
১৬। ধারা/দফা : গঠনতন্ত্রের কোন বিধি বা উপ-বিধি।
১৭। অনুচ্ছেদ : গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ।
১৮। বিভাগ/জোন : কয়েকটি প্রশাসনিক জেলার সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনের প্রশাসনিক বিভাগ/জোন।

১৯। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি (কেনিক) : পার্বত্য এলাকায় ডিপ্লোমা ও বিএসসি প্রকৌশলীগণ এবং সাংগঠনিক জেলায় অবস্থানরত সদস্য প্রকৌশলীদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ সমন্বয়ে গঠিত কমিটি।

২০। জেলা নির্বাহী কমিটি (জেনিক) : পার্বত্য এলাকায় ডিপ্লোমা ও বিএসসি প্রকৌশলীগণ এবং সাংগঠনিক জেলায় অবস্থানরত সদস্য প্রকৌশলীদের দ্বারা নির্বাচিত জেলা প্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি।

২১। উপ-কমিটি : কেন্দ্রীয় কমিটি/জেলা কমিটি কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়ে বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য অস্থায়ী কমিটি।

২২। কাউন্সিলর : সংগঠনের নীতি নির্ধারণী সদস্য।

২৩। কাউন্সিল অধিবেশন : নতুন কমিটি গঠনের নিমিত্তে সংগঠনের সর্বোচ্চ ফোরাম।

ধারা-০৬
সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সদস্যদের এগিয়ে যাওয়ার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে কারিগরি শিক্ষাগ্রহণকে প্রাধান্য দেয়া এবং উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীদের কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে স্বাবলম্বী করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

২। দেশে-বিদেশে অবস্থানরত প্রতিষ্ঠিত প্রকৌশলীদের সাথে যোগাযোগ এবং সু-সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে আগ্রহী ও সম্ভাবনাময়ী প্রকৌশলীদের উচ্চ শিক্ষা ও চাকুরীপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সংগঠনের পক্ষ থেকে সহযোগিতা প্রদান করা।

৩। দেশের সংবিধান এবং প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৪। দেশের নবীন এবং প্রবীন সকল প্রকৌশলীদের সংগঠনে অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

৫। সংগঠনভুক্ত সকল প্রকৌশলীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, সম্প্রীতি, সহমর্মিতা ও সহযোগিতার বন্ধনকে মজবুত এবং দৃঢ় করা।

৬। বিদেশে অবস্থানরত প্রকৌশলীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করে সংগঠনের প্রতিটি কার্যক্রমের সাথে তাদেরকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করা।

৭। তিন পার্বত্য এলাকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা এবং আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের কারিগরি শিক্ষালাভে ও প্রয়োজনে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান করা।

৮। বেকার ইঞ্জিনিয়ারদের চাকুরীপ্রাপ্তি তথা কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা।

৯। সংগঠনের সদস্য প্রকৌশলীদের মধ্যে যার যেক্ষেত্রে দক্ষতা রয়েছে, সে অনুসারে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করা এবং এভাবে উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সর্বাত্নক সহযোগিতা করা।

১০। গরীব অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শিক্ষালাভে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

১১। বয়স্ক, দু:স্থ, অবসরপ্রাপ্ত প্রকৌশলীদের খুঁজে বের করে তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা এবং প্রয়োজনে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১২। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখা ও আদর্শ সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখা।

ধারা-০৭
সদস্যপদ লাভের যোগ্যতা ও পদ্ধতি

সদস্যপদ লাভের যোগ্যতা ও পদ্ধতি সমূহ নিম্নরূপ ঃ

পার্বত্য এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা এবং বৈধ ও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হতে ডিপ্লোমা ও বিএসসি প্রকৌশলী হিসেবে সনদধারী যে কেউ এই সংগঠনের প্রাথমিক সদস্যপদ লাভের উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবেন এবং সংগঠনের নির্দিষ্ট সদস্য অন্তর্ভুক্তি ফরম পূরণের মাধ্যমে নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর তিনি পূর্ণাঙ্গ সদস্য হিসাবে গণ্য হবেন।

১। যিনি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক এবং পার্বত্য এলাকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্য।

২। যিনি সংগঠনের গঠনতন্ত্র মেনে চলবেন ও সংগঠনের স্বার্থ পরিপন্থি কোন কাজে লিপ্ত হবেন না মর্মে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন।

৩। যিনি ভর্তি ফি বাবদ ২০০ (দুইশত) টাকা ও বাৎসরিক ১২০০ (বারো শত) টাকা প্রদানে সম্মত হবেন।

ধারা-০৮
সদস্যবৃন্দের অধিকার ও দায়িত্ব

সদস্যবৃন্দের অধিকার ও দায়িত্ব সমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। প্রত্যেক সাধরণ সদস্য/সদস্যা সংগঠনের গঠনতন্ত্র মোতাবেক আচরণ করবেন এবং বিভিন্ন সভায় গৃহীত প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

২। সংগঠনের প্রত্যেক সদস্য ও কর্মকর্তার সুযোগ-সুবিধা ও দায়িত্ব একান্তভাবেই তার ব্যক্তিগত এবং কোন অবস্থাতেই তা হস্তান্তর যোগ্য হবে না।

ধারা-০৯
সদস্যপদ স্থগিত, বাতিল ও পুনঃবহাল

(ক) সদস্যপদ স্থগিত ও বাতিল ঃ

নিম্ন লিখিত কারণে সংগঠনের কোন সদস্যের সদস্যপদ সাময়িক বা স্থায়ীভাবে স্থগিত ও বাতিল করা হতে পারে।

১। কোন সদস্য পরপর এক নাগাড়ে ৩ (তিন) বছর বাৎসরিক চাঁদা বকেয়া রাখলে।

২। সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও স্বার্থ পরিপন্থি কোন কাজ করলে বা কাউকে উৎসাহিত করেছেন বলে প্রমাণিত হলে।

৩। পরপর ৩ (তিন) টি সাধারণ সভায় বিনা কারণে উপস্থিত না থাকলে।

৪। কোন সদস্য মৃত্যু বরণ করলে, মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে এবং কোন আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হলে এবং সেই সাজা সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত বহাল থাকলে, সমাজের হানিকারক ও অসামাজিক কর্মকান্ডে জড়িত প্রমাণিত হলে।

(খ) সদস্যপদ পুনঃবহাল ঃ

১। ধারা-৮ এর (ক) অনুযায়ী কারো সদস্য পদ বাতিল হলে পুনরায় সদস্যপদ লাভের জন্য তাকে লিখিতভাবে সভাপতির বরাবরে আবেদন করতে হবে।

২। সভায় অনুপস্থিতির কারণে কারো সদস্যপদ বাতিল হলে তিনি যদি পুনরায় সদস্যপদ লাভে আগ্রহী হন তাকে পুনরায় সদস্যপদ লাভের জন্য সভাপতি বরাবর লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে। সেই সাথে তাকে ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা জরিমানা হিসেবে তহবিল প্রদান করতে হবে।

৩। সংগঠনের যেকোন কার্যকলাপের পরিপন্থি কাজের জন্য সদস্যপদ বাতিল হলে কোন অবস্থাতেই তাকে পুনরায়- সদস্যপদ দেওয়া যাবেনা।

৪। যেকোন বাতিল ও স্থগিত সদস্যপদ পুনঃবহালের জন্য অবশ্যই কার্যকরী কমিটির অনুমোদন লাভ করতে হবে।

ধারা-১০
সাধারণ সদস্যদের পালনীয় বিধি

সাধারণ সদস্যদের পালনীয় বিধি ঃ

১। সংগঠনের কোন সাধারণ সদস্য যদি একাধারে দুই বৎসর চাঁদা পরিশোধ না করেন তবে তাকে পুনঃভর্তি ফি সহকারে বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

২। কোন সাধারণ সদস্যের কার্যকলাপ সংগঠনের বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিপন্থি বলে বিবেচিত হলে তাকে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সাময়িক ভাবে সংগঠন হতে বহিস্কার করতে পারবেন।

৩। অনুরূপ কারণে কোন সাধারণ সদস্যকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কারের ক্ষমতা ও নির্বাহী কমিটির উপর ন্যস্ত থাকবে। এরূপক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটি অন্তত ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে অভিযুক্ত সদস্যকে তার বিরুদ্ধে আনিত বা উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করবেন। অভিযুক্ত সদস্য যদি লিখিত বা মৌখিকভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের মাধ্যমে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণে ব্যর্থ হয় তাহলে নির্বাহী কমিটি তার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে পারবে।

ধারা-১১
সম্মানিত সদস্য/আজীবন সদস্য

সম্মানিত সদস্য/আজীবন সদস্য ঃ

১। ধারা-৭ এ বর্ণিত যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে যে সকল ব্যক্তি সংগঠনের যাবতীয় নীতি ও আদর্শের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং দেশের কারিগরি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখবে তারাই কেন্দ্রীয় বা নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে সংগঠনের সম্মানিত সদস্য হতে পারবেন।

২। সম্মানিত সদস্যবৃন্দের নিকট হতে কোন প্রকার ফি বা চাঁদা নেয়া যাবে না। তবে তাদের স্বেচ্ছা প্রদত্ত সাহায্য/ অনুদান সাদরে গ্রহণ করা যাবে।

৩। সংগঠনের নিয়মিত সদস্যগণ যারা চাকরী হতে অবসর গ্রহণ করবেন তারাও সংগঠনের সম্মানিত সদস্য/আজীবন সদস্য হওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

৪। সংগঠনের উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সম্মানিত সদস্যবৃন্দের সকল প্রকার গ্রহণযোগ্য পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে।

৫। সম্মানিত সদস্যের সংখ্যা কোন ক্রমেই সাধারণ সদস্য সংখ্যার ১(এক) পঞ্চমাংশের বেশি হতে পারবে না।

৬। কোন সাধারণ সদস্য বা কোন সম্মানী সদস্য সংগঠনের উত্তরোত্তর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি কামনায় এককালীন ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) বা ততোধিক বা কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের অর্থ কেন্দ্রীয় তহবিলে সানন্দে প্রদান করেন তাহলে উক্ত সদস্য সংগঠনের সম্মানী সদস্য/আজীবন সদস্য হিসেবে পরিগণিত হবেন।

ধারা-১২
সদস্যদের চাঁদা ও অনুদান

সদস্যদের চাঁদা ও অনুদান ঃ

১। সাধারণ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য সংগঠনের এর তহবিলে নগদ ২০০(দুই শত) টাকা অন্তর্ভুক্তি ফি বা ভর্তি ফি প্রদান করতে হবে।

২। প্রত্যেক সাধারণ সদস্য মাসিক ১০০(একশত) টাকা হারে বাৎসরিক ১২০০(এক হাজার দুইশত) টাকা প্রদান করবেন।

৩। সংগঠনের নিজস্ব হিসাব নম্বরে মাসের প্রথম দিন হতে মাসিক চাঁদা পরিশোধ করা যাবে। কেউ ইচ্ছা করলে পুরো বছরের ফি বাবদ ১২০০(এক হাজার দুইশত) টাকা এক সাথে অগ্রিম প্রদান করতে পারবেন।

৪। সংগঠনের কোন বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়মিত চাঁদা ছাড়াও প্রয়োজনবোধে সদস্যদের নিকট হতে বিশেষ চাঁদা/ অনুদান সংগ্রহ করা যাবে।

৫। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি/জেলা নির্বাহী কমিটি সংগঠনের উন্নয়নকল্পে যেকোন সদস্য/হিতৈষী ব্যক্তি বা সংস্থা হতে নিঃশর্ত আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করতে পারবেন। এধরনের আর্থিক সাহায্যসহ যেকোন ধরনের চাঁদা/সাহায্য/ অনুদান অবশ্যই কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক সরবরাহকৃত রশিদ বইয়ের মারফতে সংগ্রহ করতে হবে অথবা আর্থিক সাহায্যকারী চাইলে অনলাইনে সরাসরি সংগঠনের হিসাব নম্বরে জমা করতে পারবেন এবং উক্ত জমাকৃত অর্থ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

৬। জেলা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক সংগৃহীত চাঁদার ৫০% কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির নিকট জমা দিতে হবে। এছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক বিশেষ বরাদ্দ দেয়ার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট শাখা নির্ধারিত কর্মসূচী সমাপনান্তে সমুদয় হিসাব কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন।

ধারা-১৩
সংগঠনের পরিষদ নির্বাহী কমিটি সমূহ

সংগঠনের পরিষদ নির্বাহী কমিটি সমূহ ঃ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে সংগঠনের প্রয়োজনে তিন পার্বত্য জেলাসহ যেকোন বিভাগ/জেলা/উপজেলায় অত্র সংগঠনের শাখার নির্বাহী কমিটি ও শাখার উপদেষ্টা পরিষদসহ সংগঠনের কার্যালয় স্থাপন করতে পারবে। সংগঠনের নিম্নোক্ত পরিষদ ও নির্বাহী কমিটি সমূহ থাকবে-

(ক) সাধারণ পরিষদ
(খ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি(কেনিক)
(গ) জেলা নির্বাহী কমিটি(জেনিক)
(ঘ) উপদেষ্টা পরিষদ

ধারা-১৪
পরিষদ/ নির্বাহী কমিটি সমূহের গঠন কাঠামো, দায়িত্ব ও কর্তব্য

(ক) সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ সংগঠনের সকল সদস্যদের সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে। এই পরিষদ সংগঠনের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবে। সংগঠনের সকল প্রকার নীতিমালা ও বাজেট প্রণয়ন এবং অনুমোদন সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে হবে। কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের তারিখ ও সময় নির্ধারন করবে। গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারা, উপ-ধারা সংযোজন/সংশোধন/বাতিল করতে পারবে। সাধারণ পরিষদ প্রয়োজনবোধে নির্বাহী পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদ ভেঙ্গে দিতে পারবে।

(খ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি'র গঠন কাঠামো, দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ সাধারণ সদস্যদের মধ্যে হতে নির্বাচন বা কাউন্সিলের মাধ্যমে কার্যকরী পরিষদ গঠিত হবে। কাউন্সিল অনুষ্ঠানের পর হতে এই কমিটির মেয়াদ হবে ৩(তিন) বছর । সংগঠনকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার ভার এই পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকবে এবং পরিষদের সদস্যবৃন্দ গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তাদের কার্যাদি সম্পন্ন করবেন। সংগঠনের সকল ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম পরিচালনা করা কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য, এছাড়াও

১। কোন কারণে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কোন পদ শূণ্য হলে শূণ্য হওয়ার ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে মনোনয়নের মাধ্যমে বা কো-অফ ভিত্তিতে সে পদ পূরণ করতে পারবে।

২। সংগঠনের আয়-ব্যয় নির্ধারণ, অনুমোদন ও এতদ্‌সংক্রান্ত সমস্ত দলিল সংরক্ষণ করা।

৩। বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন করা এবং অনুমোদনের জন্য সাধারণ পরিষদে পেশ করা।

৪। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে কাউন্সিলের আয়োজন করা।

৫। নতুন কমিটি গঠিত হওয়ার পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে দায়িত্ব গ্রহণ ও হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা।

৬। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সংগঠনের পক্ষে সকল কাজ পরিচালনা করবে এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

এছাড়া কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি সংগঠনের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে হতে ন্যূনতম ২(দুই) জন নারী সদস্যসহ মোট ৭(সাত) জনকে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহযোগী সদস্য হিসেবে মনোনীত করতে পারবেন, মনোনীত সহযোগী সদস্যবৃন্দ কাউন্সিলর হিসেবে বিবেচিত হবেন। তবে সহযোগী সদস্যবৃন্দ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক কোন প্রস্তাব গ্রহণের ক্ষেত্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি নিম্নলিখিত আকারে গঠিত হবে-

২৩(তেইশ) সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি'র গঠন কাঠামো ঃ

১। সভাপতি	-১জন
২। সিনিয়র সহ-সভাপতি	-১জন
৩। যুগ্ম সহ-সভাপতি - ৫ জন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও তিন পার্বত্য জেলার প্রতিনিধি- ৩ জন)	-৫ জন
৪। সাধারণ সম্পাদক	-১ জন
৫। যুগ্ম সম্পাদক- (১)	-১জন
৬। যুগ্ম সম্পাদক- (২)	-১জন
৭। সাংগঠনিক সম্পাদক	-১জন
৮। অর্থ-সম্পাদক	-১জন
৯। দপ্তর সম্পাদক	-১জন
১০। জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক	-১জন
১১। সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	-১জন
১২। ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	-১জন
১৩। নির্বাহী সদস্য-ঢাকা	-১জন
১৪। নির্বাহী সদস্য- চট্টগ্রাম	-১জন
১৫। নির্বাহী সদস্য- রাঙ্গামাটি	-১জন
১৬। নির্বাহী সদস্য- খাগড়াছড়ি	-১জন
১৭। নির্বাহী সদস্য- বান্দরবান	-১জন
১৮। নির্বাহী সদস্য- নারী (সংরক্ষিত পদ)	-২জন
সর্বমোট	= ২৩ জন

এছাড়া বিদায়ী কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উক্ত পদসমূহে কাউন্সিলের মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হিসেবে নতুন কমিটিতে সর্বোচ্চ ৩(তিন) বার স্বপদে বহাল থাকতে পারবেন এবং সংগঠনের প্রকৌশলীগণ দেশের যেকোন অঞ্চল হতে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির পদসমূহে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

(গ) জেলা নির্বাহী কমিটি'র গঠন কাঠামো, দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ সংগঠনের গঠনতন্ত্রের কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন ও দিক নির্দেশনা বাস্তবায়নে জেলা নির্বাহী কমিটি গঠিত হবে। জেলা নির্বাহী কমিটি নিম্নলিখিত আকারে গঠিত হবে-

১১(এগারো) সদস্য বিশিষ্ট জেলা নির্বাহী কমিটি'র গঠন কাঠামো ঃ

১। সভাপতি	-১ জন
২। সহ-সভাপতি	-১ জন
৩। সাধারণ সম্পাদক	-১ জন
৪। যুগ্ম সম্পাদক	-১ জন
৫। সাংগঠনিক সম্পাদক	-১ জন
৬। অর্থ-সম্পাদক	-১ জন
৭। দপ্তর-সম্পাদক	-১ জন
৮। জন সংযোগ ও প্রচার সম্পাদক	-১ জন
৯। নির্বাহী সদস্য	-৩ জন
	মোট = ১১ জন

(ঘ) উপদেষ্টা পরিষদের গঠন কাঠামো, দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ সংগঠনের ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় ও জেলা নির্বাহী কমিটির আলাদা আলাদা উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি ও জেলা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক মনোনীত এই উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে। এই পরিষদের মেয়াদ ৩(তিন) বছর হবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত প্রকৌশলীগণের মধ্যে থেকে অথবা সংগঠনের বিগত কমিটি হতে অবসর নেয়া দক্ষ সংগঠকদের মধ্য থেকে উপদেষ্টাগণকে মনোনীত করতে হবে। উপদেষ্টাগণের মধ্য থেকে একজন প্রধান উপদেষ্টা ও অপর চারজন উপদেষ্টা হিসাবে থাকবেন। উপদেষ্টাগণ সংগঠনের অগ্রগতির স্বার্থে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করবেন এবং সর্বদা কেন্দ্রীয় কমিটির কাজে সহায়তা প্রদান করবেন।

যদি কোন কারণে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কার্যক্রম অচল হয়ে পড়ে বা সংগঠনের শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ে সেক্ষেত্রে উপদেষ্টা পরিষদ সংগঠনকে সচল করার সর্বাত্নক চেষ্টা চালাবেন। প্রয়োজনে নিজেরা উদ্যোগী হয়ে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল আহ্বান করে নতুন কমিটি গঠনের উদ্যোগ নিতে পারবেন। উপদেষ্টা পরিষদ নিম্নোরুপ-

৫(পাচঁ) সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদের গঠন কাঠামো ঃ

১। প্রধান উপদেষ্টা	-১ জন
২। উপদেষ্টা	-৪ জন
	মোট = ০৫ জন

ধারা-১৫
কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি ও জেলা নির্বাহী কমিটির কার্যাবলীর ক্ষমতা

কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কার্যাবলীর ক্ষমতা ঃ

১। সংগঠনের সকল কার্যাবলী পরিচালনা, তদারকি ও দলিলাদি সংরক্ষণ করা।

২। জেলা নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তবলীর মধ্যে যেগুলো গঠনতন্ত্রের মধ্যে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় সেগুলো বাস্তবায়নে বিশেষ নজর দেয়া।

৩। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি সংগঠনের স্বার্থে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষমতা রাখে কিন্তু বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচী অবশ্যই কাউন্সিল অধিবেশনে অনুমোদিত হতে হবে।

৪। কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজনে উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে।

৫। কোন কারণে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কোন পদ শুন্য হলে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বা অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে কো-অপ্ট'র মাধ্যমে শুণ্যপদ পূরণ করা যাবে। তবে, কোন অবস্থাতেই কো- অপ্ট সদস্য ৩(তিন) জনের অধিক হতে পারবে না।

৬। জেলা নির্বাহী কমিটিসহ সকল শাখা কমিটি সমূহের কার্যাবলী তদারকি ও নিয়ন্ত্রন করা।

৭। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি যে কোন পরিমাণের অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা রাখবে তবে, সংগঠনের যাবতীয় আয় ব্যয়ের হিসাব কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নিয়োজিত অডিট কমিটি দ্বারা নিরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে।

৮। জেলা নির্বাহী কমিটির সদস্যদের মধ্যে গুরুতর বিরোধ দেখা দিলে কিংবা কমিটির অসলাবস্থার সৃষ্টি হলে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি জেলা নির্বাহী কমিটির কর্মকান্ড স্থগিত করে দিতে পারবে এবং সংগঠনের স্বার্থে যে সিদ্ধান্ত উপযুক্ত মনে করবে সে ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারবে।

জেলা নির্বাহী কমিটির কার্যাবলীর ক্ষমতা ঃ

১। স্থানীয় বাস্তবতা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

২। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তবলী ও নিদের্শাবলী বাস্তবায়নের সদাতৎপর থাকা।

৩। কোন কারণে কমিটির কোন পদ শূণ্য হলে সদস্যদের মধ্যে হতে কো-অপ্ট মাধ্যমে সে শূণ্যপদ পূরণ করা। তবে কো-অপ্ট'র সদস্য সংখ্যা যেন ২(দুই)'র অধিক না হয়।

৪। জেলা নির্বাহী কমিটির যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে প্রেরণ করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

৫। স্থানীয় জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের সময় কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কোন সদস্যকে উপস্থিত রাখার চেষ্টা করা।

৬। স্থানীয় যেকোন সমস্যা ও বিষয়াবলী দ্রুত কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে অবগত করে পরবর্তী নিদের্শনার মোতাবেক কাজ করার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখা।

ধারা-১৬
কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

(ক) সভাপতি ঃ

১। সভাপতি সংগঠনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন ও সভা চলাকালীন সময় সার্বিক নিয়ন্ত্রণ করবেন।

২। সভাপতি সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দাতা হিসেবে কাজ করবেন ও প্রয়োজনে কাস্টিং বা ঐচ্ছিক ভোট প্রদানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।

৩। সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের পক্ষে থাকবেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতেই সভার সিদ্ধান্তবলী গ্রহণে ভূমিকা রাখবেন।

৪। সভায় আনীত প্রস্তাবাবলী সম্পর্কে বিশদ ধারণা প্রদান করবেন যাতে করে অন্যান্য কর্মকর্তারা সুচিন্তিত মতামত প্রদানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচী গ্রহণে ভূমিকা রাখতে পারেন।

৫। সংগঠনের কোন কর্মকর্তা বা সদস্য গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কর্যকলাপে জড়িয়ে পড়লে বা অন্য কোন ভূল ত্রুটির জন্য সভাপতি তাকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করবেন।

৬। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং অর্থ-সম্পাদক এই তিনজনের যৌথ স্বাক্ষরে সংগঠনের ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করবেন।

৭। সভাপতি সংগঠনের সকল ব্যয় ভাউচার যাচাইপূর্বক অনুমোদন করবেন এবং যাবতীয় দলিলে সভাপতি স্বাক্ষর করবেন।

৮। বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে, সাংগঠনিক সংকট সৃষ্টি হলে সভাপতি জরুরী ভিত্তিতে ৭২ ঘন্টার নোটিশে সভা আহবান করে সংকট নিরসনে উদ্যোগী ভূমিকা রাখবেন।

(খ) সিনিয়র সহ-সভাপতি ঃ

১। সিনিয়র সহ-সভাপতি সভাপতি'র সকল কাজে সহযোগিতা করবেন।

২। সভাপতির অবর্তমানে বা অনুপস্থিতিতে সিনিয়র সহ-সভাপতি সকল সভায় সভাপতি'র দায়িত্ব পালন করবেন এবং সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

(গ) সহ-সভাপতি / যুগ্ম সহ-সভাপতি ঃ

১। সহ-সভাপতিগণ সভাপতি ও সিনিয়র সহ-সভাপতির সকল কাজে সহযোগিতা করবেন।

২। সভাপতি ও সিনিয়র সহ-সভাপতির অবর্তমানে বা অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি/ যুগ্ম সহ-সভাপতি মন্ডলী হতে জ্যেষ্ঠতা অনুসারে একজন সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন ও সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

৩। সংগঠনের কার্যক্রম গতিশীলতা আনয়ন ও বজায় রাখার স্বার্থে সভাপতির মাধ্যমে নির্বাহী কমিটিকে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করবেন।

৪। সর্বোপরি সহ- সভাপতি/ যুগ্ম সহ-সভাপতি মন্ডলীর ভূমিকা হলো উপদেষ্টা পরিষদের মতো।

(ঘ) সাধারণ সম্পাদক ঃ

১। সংগঠনের সমস্ত কার্য পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সাধারণ সম্পাদকের উপর ন্যস্ত থাকবে।

২। সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে সভা আহবান করবেন।

৩। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তবলী সার্কুলার আকারে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রেরণ করবেন এবং সেসব বাস্তবায়নের জন্য তদারকি ও নজরদারি করবেন।

৪। সংগঠনের স্বার্থ ও লক্ষ্য পূরণের জন্য তিনি বিভিন্ন পন্থা, পদ্ধতি অনুসরণ করবেন এবং সভাপতির অনুমোদন নিবেন।

৫। তিনি কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও সাধারণ সভার সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করবেন।

৬। সংগঠনের কোন কর্মকর্তা বা সদস্য অসাংগঠনিক কার্যকলাপে জড়িত হলে সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে যৌথ স্বাক্ষরে তার নিকট কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটিকে অবগত করবেন।

৭। সংগঠনের নামে ব্যাংক হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে সভাপতি ও অর্থ-সম্পাদকের সাথে তিনিও অন্যতম সিগনেটরি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৮। সুনির্দিষ্ট কাজে বা ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ৫০,০০০(পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং জেলা সাধারণ সম্পাদক ২০,০০০(বিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত এককালীন খরচ করতে পারবেন। তবে পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট কমিটির সভায় তা উত্থাপনের মাধ্যমে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

৯। সংগঠনের সকল সদস্যদের দেখভাল করার দায়িত্ব সাধারণ সম্পাদকের।

১০। সভাপতি পরামর্শক্রমে বা সভাপতির নির্দেশে তিনি সভা আহবান করবেন।

১১। সংগঠনের স্বার্থে সভাপতির অনুমতিক্রমে তিনি বিভিন্ন অফিস, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

১২। তিনিই সংগঠনের কার্যনির্বাহী প্রধান বা Executive Head.

(ঙ) যুগ্ম সম্পাদক ঃ

১। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তিনি সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

২। সাধারণ সম্পাদককে সব সময় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

(চ) সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ

সংগঠনের সকল সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা ও সংগঠনকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে তিনি কার্যক্রম চালিয়ে যাবেন। সংগঠনের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি ও সাংগঠনিক কার্যক্রমের প্রসার ঘটানোর জন্য তিনি নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

১। সাংগঠনিক সম্পাদক সাধারণ সম্পাদকসহ সমিতির সকল সদস্যদের সাথে সমন্বয় রক্ষা করবেন। এমনকি সংগঠনের স্বার্থে বিভিন্ন দাবি দাওয়া ও মতামত সংগঠনের নিকট পেশ করবেন।

২। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শ অনুসারে তিনি তার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

৩। সংগঠনের প্রাণ সঞ্চারে তিনি সব সময় নিজের সৃজনশীল চিন্তার বহি: প্রকাশ ঘটাবেন।

(ছ) অর্থ সম্পাদক ঃ

১। তিনি সংগঠনের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করবেন।

২। সদস্যদের নিকট থেকে প্রাপ্ত নিয়মিত চাঁদা এবং অন্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ সংগঠনের তহবিলে জমা করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৩। সংগঠন কর্তৃক অনুমোদিত রশিদ বই বিতরণ, তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণ করবেন এবং সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শক্রমে জেলা শাখা বা অন্যত্র রশিদ বই প্রেরণ করবেন এবং সেসবের যথাযথ হিসাব রাখবেন।

৪। সমস্ত ব্যয় ভাউচারে সভাপতি ও সম্পাদকের স্বাক্ষর নিবেন ও সযত্নে সংরক্ষণ করবেন।

৫। কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে এবং সাধারণ সভায় সংগঠনের আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করবেন ও সংরক্ষণ করবেন।

৬। তিনি অডিট কমিটিকে সাহায্য করবেন এবং পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করবেন এবং তিনি সংগঠনের বার্ষিক বাজেট পেশ করবেন।

৭। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহীতাকে প্রদান করবেন।

৮। সংগঠনের নির্দিষ্ট ব্যাংক হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে অন্যতম সিগনেটরি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(জ) দপ্তর সম্পাদক ঃ

১। সংগঠনের সকল নথি ও দলিলাদি সংরক্ষণ করবেন।

২। সংগঠনের সভা, অধিবেশনের কার্য বিবরণী, চিঠি পত্রাদি বিলি করবেন ও দপ্তরে সংরক্ষণ করবেন।

৩। তিনি সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ ও মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৪। তিনি সংগঠনের যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তদারকি ও সংরক্ষণ করবেন।

(ঝ) জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক ঃ

১। কমিটির অনুমোদনক্রমে তিনি সকল প্রকার প্রচার ও প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করবেন।

২। সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং সংগঠনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের ব্যাপারে সংবাদপত্রে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করবেন। এছাড়াও প্রচারপত্র, পুস্তিকা, বিজ্ঞাপন ও পোস্টারের মাধ্যমে সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রমের বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করবেন।

(ঞ) সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ঃ সংগঠনের সদস্যগণকে সামাজিক, ধর্মীয় কর্মকান্ডে উৎসাহিত ও সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে উন্নত সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে সমাজ কল্যাণ সম্পাদকের দায়িত্ব। সদস্যগণের নিকট হতে সামাজিক, ধর্মীয় ও নানা মানবিক কার্যক্রম পারিচালনার জন্য চাঁদা সংগ্রহ ও যথাযথভাবে বিলি বন্টনের ব্যবস্থা করাও সমাজ কল্যাণ সম্পাদকের অন্যতম কাজ। এছাড়া-

১। সাধারণ সদস্যদের নানা কল্যাণমূলক কাজে উৎসাহদান ও সম্পৃক্তকরণ করা।

২। জনহিতকর কার্যক্রম গ্রহণে সংগঠনের মধ্যে ঐক্যমত সৃষ্টি করা।

৩। পিছিয়ে পড়া সদস্যদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং কমিটির সভায় উত্থাপনের মাধ্যমে অনুমোদন করিয়ে নেওয়া।

৪। সুবিধাবঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মসূচী গ্রহণ ইত্যাদি হচ্ছে সমাজ কল্যাণ সম্পাদকের কাজ।

(ট) ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ঃ

১। সংগঠনের কোন সদস্য যদি ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা রাখেন, উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রশিক্ষণ পেলে মেধা, প্রতিভা বিকাশের প্রভূত সম্ভাবনা থাকে সেই সদস্য বা সদস্যগণকে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদকের অন্যতম দায়িত্ব।

এছাড়া পার্বত্য এলাকার ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময়ী কাউকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানসহ সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ এবং কমিটির সভায় উত্থাপন করা হচ্ছে ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদকের কাজ। এছাড়া-

২। সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় স্থানে পাঠাগার স্থাপন ও পরিচালনা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি তদারকি করা।

৩। সংগঠনের সাধারণ সদস্যদের জন্য অভ্যন্তরীন এবং বহিঃ বিভাগীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

৪। বিভিন্ন উপলক্ষে সাহিত্য সংকলন ও সাময়িকী প্রকাশের ব্যবস্থা করা হচ্ছে ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদকের কাজ।

(ঠ) নির্বাহী সদস্য ঃ

১। নির্বাহী সদস্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও সমঝোতা বজায় রেখে কাজ করবেন।

২। কমিটি কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালনে নির্বাহী সদস্য সচেষ্ট থাকবেন।

ধারা-১৭
জেলা নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

জেলা নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ জেলা নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তারা কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের অনুরূপ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন। জেলা নির্বাহী কমিটির পদ, পদবী ও অবশ্যই কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের পদ, পদবীর অনুরূপ হবে। তবে, জেলা কমিটি অবশ্যই আকারে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির ছোট হবে। জেলা নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তারা অবশ্যই কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির তত্ত্বাবধান ও পরামর্শ মেনে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এবং সকল ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাথে সমন্বয় সাধন করবেন। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, একই ভাবে জেলা নির্বাহী কমিটি কর্মকর্তারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সেভাবে পালন করতে হবে।

ধারা-১৮
উপ-কমিটি গঠন

উপ-কমিটি গঠন ঃ সংগঠনের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি ও জেলা নির্বাহী কমিটি ছাড়াও সাধারণ সদস্যদের মধ্য হতে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি সমন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করা যাবে। এ কমিটিগুলো কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি ও জেলা নির্বাহী কমিটির অধীনে থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

যেমন ঃ ১। হিসাব উপ-কমিটি।

২। প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ে উপ-কমিটি গঠন করা যাবে।

ধারা-১৯
কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি ও জেলা নির্বাহী কমিটি সভা সংক্রান্ত

(ক) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভা ঃ

বিশেষ কাউন্সিল সভা ঃ সাধারণভাবে মেয়াদপূর্তির পর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্পন্ন করার লক্ষ্য সাধারণ নিয়ম ছাড়াও কোন বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি "বিশেষ কাউন্সিল সভা" আহ্বান করতে পারবে।

জরুরী সভা ঃ

১। জরুরী সভা কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক আহুত হবে।

২। জরুরী সভার জন্য ২৪ ঘন্টার বিজ্ঞপ্তির প্রয়োজন হবে।

৩। বর্ধিত সভা কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি জরুরী বা বিশেষ প্রয়োজনে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সাধারণ সদস্যদের সমন্বয়ে বর্ধিতসভা আহ্বান করতে পারবেন।

অনলাইন সভা ঃ কোন কারনে সভা করা না গেলে জরুরী প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতির সাথে আলোচনা করে সাধারণ সম্পাদক সকল সাধারণ সদস্যদের অনলাইনের মাধ্যমে অগ্রীম লিংক ও আইডি জানিয়ে দিয়ে অনলাইন সভা/ঝুম মিটিং আহ্বান করতে পারবেন।

(খ) জেলা নির্বাহী কমিটির সভা ঃ

১। জেলা নির্বাহী কমিটি কমপক্ষে ৩(তিন) মাস অন্তর একবার সাধারণ সভা করবে।

২। বিজ্ঞপ্তি জারী এবং কোরাম পূরণ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অনুরূপ হবে।

৩। জরুরী সভা আহবানের প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অনুরূপে আহবান করা যাবে।

উল্লেখ্য যে জেলা নির্বাহী কমিটি উপরোক্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অবশ্যই কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাথে সমন্বয় রক্ষা করবে।

ধারা-২০
সভার বিজ্ঞপ্তি

সভার বিজ্ঞপ্তি নিম্নরূপ ঃ

১। সাধারণ সম্পাদক সভার স্থান, তারিখ ও আলোচ্য সূচি ইত্যাদি বিষয়ে সভাপতির সাথে আলোচনা করে সংশ্লিষ্ট সকলকে কমপক্ষে ৭(সাত) দিন পূর্বে অবগত করবেন।

২। সাধারণ সভা ও জেলা/কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের বিজ্ঞপ্তি কমপক্ষে ১৫(পনেরো) দিন পূর্বে এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভার বিজ্ঞপ্তি কমপক্ষে ৭(সাত) দিন পূর্বে প্রকাশ করে সকলের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক আহুত কোন জরুরী সভার বিজ্ঞপ্তি অবশ্যই ৪৮ ঘন্টার পূর্বে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে।

ধারা-২১
কোরাম বা গণপূর্তি

কোরাম বা গণপূর্তি নিম্নরূপ ঃ

১। কেন্দ্রীয় বা জেলা নির্বাহী কমিটির কোন সভায় কমিটির মোট সদস্যের অর্ধেকের বেশি সদস্য উপস্থিত হলেই কোরাম পূর্ণ হয়েছে বলা যাবে।

২। শুধুমাত্র সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য দপ্তরের সম্পাদকগণকে নিয়ে সকল ধরনের নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

৩। যেহেতু সদস্য প্রকৌশলীগণ কর্মসূত্রে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থান করে থাকেন, তাই সকল ক্ষেত্রে স্ব-শরীরে সভায় উপস্থিত থাকা সম্ভব না হতে পারে সেক্ষেত্রে অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অধিকাংশ সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করে সভা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সকলের গুরুত্বপূর্ণ মতামতও বক্তব্যগুলো লিপিবদ্ধ করে গৃহীত সিদ্ধান্তবলী লিখিত সার্কুলার আকারে প্রকাশ করতে হবে।

৪। যদি কোন অবস্থাতেই পরপর দুইটি সভার কোরাম পূর্ণ না হয় তাহলে তৃতীয় সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে অবশ্যই কোরাম পূর্ণ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

৫। কোন কর্মকর্তা বা সদস্য পর্যায়ক্রমে দুইটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে তৃতীয় সভায় উপস্থিত হয়ে লিখিতভাবে কারণ দর্শাতে হবে। তিনি যদি সন্তোষজনক কারণ দেখাতে ব্যর্থ হন এবং তৃতীয় সভায় অনুপস্থিত থাকেন তাহলে তাকে ঐ পদের অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। এ ব্যাপারে কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক'কে লিখিত আকারে প্রজ্ঞাপন জারি করবেন এবং বাকি সকলের সম্মতি নিয়ে অন্য সদস্যদের মধ্যে থেকে কাউকে ঐ পদের জন্য মনোনীত করবেন।

৬। বিশেষ ক্ষেত্রে সভাপতির অবর্তমানে সিনিয়র সহ-সভাপতি অবর্তমানে সহ-সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকসহ কমপক্ষে ৪(চার) জন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।

ধারা-২২
নির্বাচন ও সম্মেলন

(ক) কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন ঃ

সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কাউন্সিল অনুষ্ঠানের পূর্বে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে। সদস্যদের মধ্যে যারা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আগ্রহীগণ নয় তাদের মধ্যে থেকে উপযুক্ততা বিবেচনা করে ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন

কমিশন গঠন করতে হবে। একজনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অপর দুইজনকে নির্বাচন কমিশনার হবেন। নির্বাচনের সকল বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১। সংগঠনের সদস্যদের প্রত্যেক্ষ ভোটে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাগণ ৩(তিন) বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন।

২। কোন সদস্য শুধুমাত্র একটি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

৩। কোন সদস্য একই পদের জন্য একাধিক ব্যক্তিকে প্রস্তাব বা সমর্থন করতে পারবেন না।

৪। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পরপর তিনবার নির্বাচিত হওয়ার ঐ একই পদে আর নির্বাচন করতে পারবেন না।

৫। সংগঠনের নির্ধারিত চাঁদা হালনাগাদ পরিশোধ ব্যতিরেকে কেউ কোন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না এবং একই ভাবে কোন সদস্য চাঁদা হালনাগাদ পরিশোধ ব্যতিরেকে ভোট প্রদান করতে পারবেন না।

৬। নির্বাচনে একই পদে দুইজন প্রার্থী সমান সংখ্যক ভোট প্রাপ্ত হলে, সেক্ষেত্রে বৈধকরণের ভিত্তিতে যেকোন একজনকে নির্বাচন করতে হবে।

৭। নির্বাচন কমিশনারগণ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কাউন্সিলের স্থান, তারিখ ও সময় কমপক্ষে ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে নোটিশের মাধ্যমে সকল সদস্যগণকে অবগত করবেন এবং পূর্ববতী কমিটির মেয়াদ উত্তির্ণের ১০(দশ) দিনের মধ্যে নতুন কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করেন।

৮। যেহেতু সদস্য প্রকৌশলীগণ কর্মসূত্রে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থান করে থাকেন, তাই সকল ক্ষেত্রে স্ব-শরীরে নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা সম্ভব না হতে পারে সেক্ষেত্রে অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অনলাইনে নির্বাচন করা যেতে পারে।

(খ) জেলা নির্বাহী কমিটির নির্বাচন ঃ

সংগঠনের জেলা নির্বাহী কমিটির কাউন্সিল অনুষ্ঠানের পূর্বে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির মনোনিত ঐ জেলার সদস্যদের মধ্যে যারা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আগ্রহীগণ নয় তাদের মধ্যে থেকে উপযুক্ততা বিবেচনা করে ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করে দিবেন। একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অপর দুইজন নির্বাচন কমিশনার হবেন। নির্বাচনের সকল বিষয়ে ঐ কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১। জেলা নির্বাহী কমিটি ঐ জেলায় কর্মরত সংগঠনের সকল সদস্যদের অংশ গ্রহণ ও ভোটে নির্বাচিত হবেন। জেলা নির্বাহী কমিটির মেয়াদও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির মেয়াদের অনুরূপ ৩(তিন) বছর হবে।

২। কেন্দ্রীয় সম্মেলনের কমপক্ষে ৪৫ দিন পূর্বে জেলা নির্বাহী কমিটির সম্মেলন বা নির্বাচন করতে হবে এবং নির্বাচনী কার্যক্রম ও পদ্ধতি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অনুরূপ হবে।

৩। নির্বাচন কমিশনারগণ জেলা নির্বাহী কমিটির কাউন্সিলের স্থান, তারিখ ও সময় কমপক্ষে ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে সার্কুলারের মাধ্যমে সকল সদস্যগণকে অবগত করবেন এবং নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের ১০(দশ) দিনের মধ্যে নতুন কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করেন।

৪। জেলা নির্বাহী কমিটির কাউন্সিলের পর নির্বাচিত জেলা নির্বাহী কমিটি'কে দায়িত্ব হস্তান্তরের পূর্বে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির নিকট হতে অনুমোদন নিতে হবে।

ধারা-২৩
সংগঠনের আয়, ব্যয় ও অডিট

(ক) সংগঠনের আয় ঃ

১। সংগঠনের সকল শাখা কমিটি তাদের সদস্যদের নিকট থেকে আদায়কৃত চাঁদার অর্থ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন।

২। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি তহবিল গঠন কল্পে সংগঠনের নামে যেকোন তফসিল ব্যাংকে একাউন্ট খুলতে পারবেন। শাখা কমিটি গুলোর ব্যাংক একাউন্ট খুলার প্রয়োজন নেই।

৩। সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদক যেকোন দুইজনের যৌথ স্বাক্ষরে সকল ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে।

(খ) সংগঠনের ব্যয় ঃ

১। বাজেট অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কমিটির বিশেষত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের অনুমতি ব্যতিত কোন ব্যয় নির্বাহ করা যাবে না।

২। এককালীন ৫০০(পাঁচশত) টাকার অধিক ব্যয়ের জন্য অবশ্যই সভাপতি/সম্পাদকের অনুমোদন লাগবে এবং প্রামাণ্য ভাউচার সংরক্ষণ করতে হবে।

৩। কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের জরুরী ও বিশেষ প্রয়োজনে এককালীন ৫০,০০০(পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত ব্যয় নির্বাহ করতে পারবেন। যার প্রেক্ষিতে উভয়ের নিকট সর্বোচ্চ ৫০,০০০(পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত নগদ রাখতে পারবেন। জেলা নির্বাহী কমিটির বেলা এই অর্থের পরিমাণ ২০,০০০(বিশ হাজার) টাকা সীমিত থাকবে। তবে সম্মেলন, কাউন্সিল ও অন্য কোন বড় অনুষ্ঠানের সময় এই অর্থের পরিমাণ শিথিল থাকবে। জেলা নির্বাহী কমিটির তহবিল ও ব্যয় সংক্রান্ত আর্থিক নিয়ম কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অনুরূপ হবে।

(গ) সংগঠনের অডিট ঃ সংগঠনের তহবিল ও যাবতীয় হিসাব নিকাশ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক মনোনীত অডিট কমিটি দ্বারা বছরের যেকোন সময় নিরীক্ষণ করতে হবে। প্রত্যেক কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের পূর্বে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করে সম্মেলনে প্রতিবেদন উপস্থাপন করে তা অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

ধারা-২৪
সংগঠনের নিজস্ব সমাজ কল্যাণ তহবিল

সংগঠনের নিজস্ব সমাজ কল্যাণ তহবিল ঃ সমিতির নিয়মিত সদস্য ও তাদের পোষ্যদের আপদকালীন সাহায্যার্থে এই তহবিল পরিচালিত হবে। এই কল্যাণ তহবিল সমিতির সামর্থ্যবান সদস্য প্রকৌশলীগণ বার্ষিক এককালীন ১০০০(এক হাজার) টাকা মাত্র অনুদান নিজ নিজ শাখার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে প্রেরণ করবেন। কোন সদস্য হঠাৎ কোন বিপদ বা দুর্দশার সম্মুখীন হলে নিজের জন্য বা পোষ্যগণের জন্য সাহায্য চেয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির নিকট আবেদন করতে পারবেন।
কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি পরবর্তী কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় আবেদনের গুরুত্ব বিবেচনা করে আবেদিত সাহায্য অনুমোদন বা মঞ্জুর করবেন। কল্যাণ তহবিলের জন্য স্বতন্ত্র একাউন্ট যেকোন তফসিল ব্যাংকে খুলতে হবে এবং সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক এক্ষেত্রে সিগনেটরীর দায়িত্ব পালন করবেন। সাধারণ তহবিলের অনুরূপ, সমাজ কল্যাণ তহবিলের হিসাবও নিরীক্ষণ করা হবে।

ধারা-২৫
পদত্যাগ ও অনাস্থা প্রস্তাব

(ক) সদস্যদের পদত্যাগ ঃ

১। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির যেকোন সদস্য সভাপতির মাধ্যমে পদত্যাগপত্র পেশ করতে পারবেন এবং সভাপতি পদত্যাগ করতে চাইলে সর্বাধিক ভোটে নির্বাচিত সিনিয়র সহ-সভাপতির নিকট পদত্যাগ পত্র পেশ করতে পারবেন।
২। সকল পদত্যাগ পত্র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং কমিটির সদস্যবৃন্দের সাধারণ সংখ্যা গরিষ্ঠতায় গৃহীত হলে তা কার্যকর হবে।

(খ) অনাস্থা প্রস্তাব ঃ

১। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য গঠনতন্ত্র বিরোধী কোন আচরণ করলে বা রাষ্ট্রীয় ও সমাজ বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত হলে বা জনস্বার্থ পরিপন্থী কোন কাজ করলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারবেন।
২। অভিযুক্ত সদস্যকে আনুষ্ঠানিকভাবে নোটিশ আকারে কারণ দর্শানোর জন্য বলা হবে এবং আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিত উপযুক্ত কারণ দর্শাতে ব্যর্থ হলে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যর সংখ্যা গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে অনাস্থা প্রস্থাব গৃহীত হবে।
৩। জেলা নির্বাহী কমিটির এক বা একাধিক সদস্য অনিয়ম ও শৃঙ্খলা বিরোধী কাজে জড়িয়ে পড়লে সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যগণ লিখিত আকারে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করতে পারবেন। এই রূপ প্রস্তাব প্রাপ্ত হবার পর তার যথার্থতা নিরূপণের লক্ষ্যে এক মাসের মধ্যে জেলা শাখার অফিসে একটি সাধারণ সভার আহবান করবে। জেলা কমিটির ৩/৪ ভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হয়েছে ধরে নিতে হবে এবং বিশদ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার পর উপস্থিত সদস্যদের ৩/৪ ভাগ সদস্যের সংখ্যা গরিষ্ঠতায় আনীত অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত বা বাতিল হবে।

ধারা-২৬
সংযোজন ও উপ-নির্বাচন

সংযোজন ঃ

কোন কমিটির কোন সদস্যের পদত্যাগ, অনাস্থা, বদলী, বহিষ্কার, মৃত্যু বা কোন কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে অথবা নতুন পদের সৃষ্টি হলে সর্বোচ্চ তিনটি পদের জন্য "কো-অপ্ট" ভিত্তিতে নতুন নিয়োগ করা যাবে। তবে নতুন পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সৃষ্টপদ অনুমোদনের রেজুলেশন প্রকাশের পরবর্তীতে উক্ত পদ পূরণ করতে হবে। শুধুমাত্র অর্থ-সম্পাদকের ক্ষেত্রে পদত্যাগ, বদলী, অনাস্থা, বহিষ্কার ইত্যাদি কারণে পদটি শুন্য হলে সাধারণ সম্পাদক উক্ত দায়িত্ব পালন করবেন এবং পরবর্তী সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নতুন একজনকে অর্থ-সম্পাদকের দায়িত্বভার অর্পণ করতে হবে।

উপ-নির্বাচন ঃ

সংযোজিত পদসহ ২/৩ বা ততোধিক পদ শূন্য হলে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে সেই পদসমূহ পূরণ করতে হবে। এর ফলে সংযোজিত সদস্য বাতিল বলে পরিগণিত হবেন। পদ শূন্য হওয়ার একমাসের মধ্যে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে।

ধারা-২৭
যেকোন সময় সদস্য অন্তর্ভূক্তিকরণ

যেকোন সময় সদস্য অন্তর্ভূক্তিকরণ ঃ

যেকোন সময় ডিপ্লোমা অথবা বিএসসি ডিগ্রীধারী প্রকৌশল কোন ব্যক্তি যদি সংগঠনের সদস্যভুক্তির ইচ্ছা পোষণ করেন এবং সংগঠনের গঠনতন্ত্র, নিয়ম কানুন যথাযথ পালনের অঙ্গীকার প্রদান করেন এবং শুরু হতে তার আবেদনের সময় পর্যন্ত মাথাপিছু

যে পরিমাণ সুদ-আসল জমা হয়েছে ঐ পরিমাণ অর্থ সংগঠনের কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা দেওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করেন তখন সংগঠনের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনে তাকে সদস্যপদ প্রদান করা যেতে পারে।

ধারা-২৮
গঠনতন্ত্রের ধারা পরিবর্তন, বাতিল, সংশোধন ও সংযোজন

গঠনতন্ত্রের ধারা সংশোধন, পরিবর্তন, বাতিল ও সংযোজন ঃ
সংগঠনের উন্নয়ন ও অগ্রগতির স্বার্থে এই গঠনতন্ত্রের বিধিমালার যেকোন অংশে পরিবর্তন , বাতিল, সংশোধন ও সংযোজন করা যাবে। তবে এজন্য অবশ্যই দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হবে। এছাড়া-
১। সংগঠনের যে কোন সাধারণ সদস্য গঠনতন্ত্রের যেকোন অংশ (আংশিক বা সম্পূর্ণ) পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও বাতিলের প্রস্তাব আনতে পারবেন। তবে, আনীত প্রস্তাবনার পক্ষে অবশ্যই জোরালো লিখিত যুক্তি পেশ করতে হবে।
২। এটি কেন্দ্রীয় কাউন্সিল/সম্মেলনে উত্থাপন করতে হবে এবং অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

ধারা-২৯
বিবিধ সংক্রান্ত

বিবিধ সংক্রান্ত নিম্নরূপ ঃ
১। যেকোন সাধারণ সদস্য নির্ধারিত মূল্যে গঠনতন্ত্রের প্রতিলিপি ক্রয় করতে পারবেন। গঠনতন্ত্রের কোন ধারা বা উপ-ধারা সম্পর্কে কোন সদস্যের অজ্ঞতা বা অবজ্ঞা গ্রাহ্য হবে না।
২। কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে উপস্থিত কাউন্সিলরগণের অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে রেজিস্ট্রেশনের বিধান মেনে সংগঠনের নাম পরিবর্তন করা যাবে।
৩। সংগঠনের সম্পত্তির প্রতি কোন অবস্থাতেই কোন সাধারণ সদস্যের দাবি বা অধিকার থাকতে পারবেনা, এমনকি সংগঠনের বিলুপ্তি ঘটলেও সর্বশেষ সাধারণ সভায় সংগঠনের যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির দখলে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
৪। অত্র সংগঠন বিলুপ্তির জন্য মোট সাধারণ সদস্যের ৩/৪ ভাগের সদস্য কর্তৃক লিখিত প্রস্তাব আনতে হবে। লিখিত প্রস্তাব পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সভাপতি সকল সদস্যদের নিয়ে সাধারণ সভা আহবান করবেন। সাধারণ সভায় কমপক্ষে ৩/৪ ভাগ উপস্থিতির সমর্থনে সংগঠনের যাবতীয় দায়-দেনা পরিশোধ সাপেক্ষে সংগঠনের বিলুপ্তি ঘোষণা করা যাবে। সংগঠনের সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বা তার সমমূল্য সকল সদস্যদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করতে হবে। সংগঠন বিলুপ্ত ঘোষণার সাথে সাথে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংক সমূহে রেজুলেশন ও পত্র মারফতে জানাতে হবে।

ইঞ্জি. সবুজ চাকমা
সদস্য সচিব
কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি
ও
গঠনতন্ত্র প্রণয়ন উপ-কমিটি
হিল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ

ইঞ্জি. যত্ন মানিক চাকমা
আহ্বায়ক
গঠনতন্ত্র প্রণয়ন উপ-কমিটি
হিল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ

ইঞ্জি. পিন্টু চাকমা
আহ্বায়ক
কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি
হিল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ